যায়যায়দিন

তারিখ ... 2 6 JUN 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ২ ...

শাবি ক্যাম্পাসে মিশ্র প্রতিক্রিয়া

ইলিয়াস উদ্দিন ভিসি নাকি ট্রেজারার?

সিলেট অফিস ·

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দায়িত্বপ্রাপ্ত ভিসিকে নিয়ে সমালোচনার ঝড় বইছে। চলতি বছরের ২০ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার প্রফেসর ইলিয়াস উদ্দিন বিশ্বাসকে 'অতিরিক্ত দায়িত্ব' হিসেবে ভিসির দায়িত্ব দেয়া হয়। তবে মাত্র তিন মাসের মাথায় ভিসি অস্থায়ী নাকি স্থায়ী এনিয়ে ক্যাম্পাসে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। ভিসি কার্যালয়ে 'উপাচার্যদের' তালিকা বোর্ড'-এ ভিসি হিসেবে 'ইলিয়াস উদ্দিন বিশ্বাসের নাম লেখা রয়েছে। তিনি 'অতিরিক্ত দায়িত্ব' হিসেবে ভিসির দায়িত্ব পালন করলেও তা বোর্ডে লেখা নেই। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার কার্যালয়ের নেমপ্লেটেও ভিসি : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

ভিসি : ইলিয়াস

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

তার একই নাম লেখা রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, ২৫ ফেব্রুয়ারি সাবেক ভিসি, প্রফেসর সালেহ উদ্দিনের কার্যকাল শেষ হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার প্রফেসর ইলিয়াস উদ্দিন বিশ্বাসকে 'অতিরিক্ত হিসেবে শাবি ভিসির দায়িত্ব দেয়া হয়। ট্রেজারারের দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে ভিসির দায়িত্বের বিষয়টি শাবির ডেপুটি রেজিস্ট্রারের বরাত দিয়ে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং শা. ১৯/৯ সি.বি.-৩/৯৪/১১২ তারিখ ২০ মার্চ, ২০১৩ অনুযায়ী শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৮৭ এ ১১(২) ধারা মোতাবেক পরবর্তী ভিসি দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রেজারার প্রফেসর ইলিয়াস উদ্দিন বিশ্বাসকে তার বর্তমান দায়িত্বে অতিরিক্ত হিসাবে ভিসির দায়িত্ব প্রদান করা হয়। দায়িত্ব নেয়ার পরই ভিসিদের তালিকা বোর্ডে তিনি 'অতিরিক্ত দায়িত্ব' শব্দটি বাদ দিয়ে নিজের নাম লেখান। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ অফিস থেকে বিভিন্ন সময়ে পাঠানো প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ইলিয়াস উদ্দিনকে ভিসি হিসেবে দেখানো হয়েছে। এছাড়া ইউজিসির ওয়েবসাইটে শাবি ট্রেজারার হিসেবে এখনো ইলিয়াস উদ্দিনের নাম রয়েছে। এদিকে শাবিতে ভারপ্রাপ্ত ভিসির দায়িত্ব পালন করা আকমল হোসেন (৮ আগস্ট ১৯৮৮ থেকে ১৪ এপ্রিল ১৮৮৯) ও নুরুদ্দিন মাহমুদ কামাল (১৫ এপ্রিল থেকে ৩১ মে ১৮৮৯) এর ভিসির তালিকার নামের পাশে 'ভারপ্রাপ্ত' লেখা রয়েছে। এ বিষয়ে ইলিয়াস উদ্দিন বিশ্বাস তাকে ভিসি হিসেবেই নিয়োগ দেয়া হয়েছে বলে সাংবাদিকদের কাছে দাবি করেন। নিয়োগপত্রের কোথাও অতিরিক্ত দায়িত্ব লেখা নেই বলে তিনি জানান।

তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সালাহউদ্দিন আকবর বলেন, 'শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ভিসি নিয়োগের আগ পর্যন্ত ইলিয়াস উদ্দিনকে সাময়িকভাবে অতিরিক্ত হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে'। এক্ষেত্রে নেমপ্লেটে সরাসরি ভিসি লিখতে পারেন না বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

শাবির শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর সৈয়দ সামসুল আলম, সাধারণ সম্পাদক ড. মস্তাবুর রহমান, ছাত্র উপদেশ ও নির্দেশনা পরিচালক প্রফেসর আনোয়ারুল ইসলাম দিপু সাংবাদিকদের বলেন, অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে ইলিয়াস উদ্দিনকে ভিসির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষকদের আহ্বায়ক প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুস বলেন অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন কালে তার সরাসরি ভিসি লেখা বিধি মোতাবেক ঠিক হয়নি। মুক্তচিন্তা চর্চায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষকদের আহ্বায়ক প্রফেসর আকতারুল ইসলাম বলেন, নেমপ্লেটে সরাসরি ভিসি লেখায় তারা বিব্রত বোধ করছেন।

বিএনপি-জামায়াত সমর্থিত শিক্ষক ফোরামের আহ্বায়ক প্রফেসর সাজেদুল করিম জানান, ইলিয়াস উদ্দিনের মূল পদ ট্রেজারার। ভিসির তালিকা বোর্ডে সরাসরি ভিসি লেখা ঠিক হয়নি। অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত অথবা ভারপ্রাপ্ত লিখতে হবে। আর যদি তিনি ভিসিই হয়ে থাকেন তাহলে ট্রেজারার পদ ছাড়তে হবে। ভিসি-ট্রেজারার দুইটি সাংবিধানিক পদে একই ব্যক্তি থাকতে পারেন না।